দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...0.6 SEP 1994 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

০৭

বগুড়া অঞ্চলে ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে না

সমুদ্র হক, *বগুড়া অফিস থেকে*

পৌরসভার বাইরের স্কুলগুলোতে মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের (৬ষ্ঠ হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত) বিনা বেতনে লেখাপড়া ও উপবৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও বগুড়া অঞ্চলে ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরতদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে না। আবার ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হলেও নিয়মিত বেতন অথবা এই বৃত্তির অর্থ থেকে মাসিক বেতন কেটে রাখা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। একই সাথে ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্রীদের কাছ থেকেও বেতন নেয়া হচ্ছে।

এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা অফিস বলেছে, সরকার এ বছর জানুয়ারি থেকে শুধু ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণীর প্রতি ছাত্রীর মাসে যথাক্রমে ২৫ টাকা ও ৬০ টাকা উপবৃত্তি প্রদান ও শুধু ৯ম শ্রেণীর ছাত্রীদের বই কেনার জন্য এককালীন ২শ' ৫০ টাকা প্রদানের কথা বলেছে। ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এফ এস এস এপি) ও উপবৃত্তি প্রকল্পের আওতায় বগুড়ার ২৫৯টি হাইস্কুল, ৪৩টি জুনিয়র হাইস্কুল ও ২শ' ১১টি মাদ্রাসার ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণীর ১৫ হাজার ৩২ জন ছাত্রীকে স্ব স্ব এলাকার জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে এ বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ছাত্রীদের ছবিসহ অন্য কাগজপত্রের প্রসেস কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর গত ২২ আগস্ট উপবৃত্তি প্রদান শুরু হয়েছে। এই উপবৃত্তি প্রদান নিয়ে এক জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৩ জুন '৯৪-এর এক জরুরী চিঠিতে বলা হয়েছে, ৬ষ্ঠ হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নরত ছাত্রীকে মাথাপিছু মাসে ৬ষ্ঠ শ্রেণী ২৫ টাকা, ৭ম শ্রেণী ৩০ টাকা, ৮ম শ্রেণী ৩৫ টাকা, ৯ম ও দশম শ্রেণী ৬০ টাকা এবং নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের এককালীন বই কেনা ও পরীক্ষার ফি বাবদ ২শ' ৫০ টাকা এই হারে উপবৃত্তি প্রদান করতে হবে '৯৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা যায়, অনেক স্কুলে মেয়েদের কাছ থেকে মাসিক বেতন নেয়া হয়েছে। আবার উপবৃত্তি প্রদান করা হলেও এই বৃত্তির অর্থ থেকে মাসিক বেতন কেটে রাখা হচ্ছে। আবার ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে না। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালকের দেয়া জরুরী বার্তায় উপবৃত্তি হারের পাশাপাশি মাসিক বেতন বাবদ নির্দিষ্ট হারে আলাদা হিসাবে ভর্তুকির কথাও বলা আছে।

এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা অফিসার বলেন, ছাত্রীদের কাছ থেকে বেতন তো নেয়া হবে না বরং উপবৃত্তি প্রদান করা হবে। তবে ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্রীদের ব্যাপারে শিক্ষা অফিস বলেছে, এদের বৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত নাকি এখনও আসেনি। এ বছর শুধু ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণীর ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। উপবৃত্তি থেকে বেতন কেটে রাখা ও স্কুল নিয়মে ছাত্রীদের কাছ থেকে বেতন নেয়ার ব্যাপারে শিক্ষা অফিসার বলেন, এমন অভিযোগ তিনিও শুনেছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে সার্কুলার দেয়ার পরও ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্রীদের কেন উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে না আর কেনই বা এসব ছাত্রীদের কাছ থেকে বেতন নেয়া হচ্ছে এ প্রসঙ্গে শিক্ষা অফিসার বলেন, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্রীদের উপবৃত্তি কবে দেয়া হবে এখনও এ ব্যাপারে কোন চিঠি পাওয়া যায়নি। এদিকে জনতা ব্যাংক থেকে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ২২ আগস্ট থেকে শুধু ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণীর ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।